শীমের এ্যানথ্রাকনোজ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিতি:

শীম বাংলাদেশের অন্যতম একটি শীতকালিন সবজী। শীমের বিভিন্ন রোগ এবং পোকার মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ অন্যতম। এটি একটি ছত্রাকজনিত ও বীজবাহিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের ফলন ও বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রোগের লক্ষণ:

এ রোগের সংক্রমণে পাতার নিচের পৃষ্ঠে ইটের মত লাল বা বেগুনী রং এর শিরা দেখা যায় যা ক্রমান্বয়ে কালো রং ধারণ করে।। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে প্রথমে বাদামী রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে। কাঁচা ও পাকা উভয় ফলই আক্রান্ত হয়, তবে পাকা ফলে আক্রমণ বেশী হয়। বীজ আক্রান্ত হলে নষ্ট হয়ে মরিচা রং ধারণ করে।

ছবি: আক্রান্ত পাতা ও ফল

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা:

১। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।

২। আক্রান্ত জমির বীজ ব্যবহার করা যাবে না। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

৩। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৪। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।

৫। আক্রান্ত পাতা, ফল ও ডগা অপসারণ করতে হবে।

৬। বীজ লাগানোর আগে প্রোভ্যাক্স প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৭। রোগ দমনের জন্য ডায়াথেন এম-৪৫ বা প্রপিকোন ২৫০ ইসি ০.২% দ্রবণ বা প্রপিকোন ০.০৫ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

আরো তথ্যেরজন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন